শিক্ষণীয় নমুনা

31-July-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
দুটি আশ্চর্যজনক ঘটনা 5
(১) হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর শান ও মাহাত্ম্য 8
মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলা কাজে এলো 9
(২) শাদ্দাদের জান্নাত 11
দুনিয়া তো এক ধোঁকা 13
পূর্ববর্তী জাতিদের শিক্ষণীয় পরিণাম 14
বাদশাহদের মাথার খুলি 16
দুনিয়া শিক্ষণীয় স্থান 18
হযরত খিজির عَلَيْهِ السَّلَام ও একটি অদ্ভুত বিষয় 19
সফল কে হয়? 20
শিক্ষা গ্রহণের (উৎসাহ) 21
শিক্ষার দৃষ্টি সম্পর্কিত আউলিয়ায়ে কেরামের (বাণী) 22
জাহান্নামের গরম কীভাবে সহ্য করবো? 22
প্রতিটি ঘর শিক্ষার চিহ্ন 23
ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপদেশ 24
কবরের উত্তর 25
নেক আমল নং ১৮ এর প্রতি উৎসাহ 26
জুতা পরার সুন্নত ও আদবসমূহ 27
ঘোষণা 28
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত 29

www.dawateislami.net

৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 29
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 29
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 29
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 30
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:..... 30
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 30
(৬) দরূদে শাফায়াত: 31
(১) এক হাজার দিনের নেকী 31
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 31
জুতা পরার বাকি সুন্নত ও আদবসমূহ..... 32
শৌচগার থেকে বের হওয়ার পরের দোয়া 32
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 33
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 34
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 36
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল..... 36
মাসিক ৪টি নেক আমল 36
বার্ষিক ৩টি নেক আমল..... 36
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া..... 37

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ اِسْمِيْ فِيْ ذٰلِكَ الْكِتَاب **(মু'জামুল আওসাত, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৯৭, হাদীস: ১৮৩৫)**

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে লেখা থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া করতে থাকবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুটি আশ্চর্যজনক ঘটনা

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ওহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আল্লাহ পাকের নবী হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام কে হুকুম দেওয়া হলো: হে ইবরাহীম! সফরের সামান বেঁধে নিন, যমীনে বেরিয়ে

পড়ুন এবং আমার কুদরতের (আশ্চর্যজনক জিনিস) দেখুন! হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام হুকুম পালন করলেন, সামান বাঁধলেন এবং সফরে রওয়ানা হলেন।

চলতে চলতে তিনি সমুদ্রের তীরে পৌঁছালেন, সেখানে তিনি একজন গোলামকে দেখতে পেলেন, যে বকরী নিয়ে যাচ্ছিল। হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে গোলাম! তোমার কাছে পানি বা দুধ আছে? সে আরয করলো: জ্বী হ্যাঁ। আপনি যা পছন্দ করেন, তাই পেশ করবো। তিনি বললেন: আমাকে পানি পান করাও! তখন সেই গোলাম হাতে লাঠি নিলো, কাছের একটি পাথরের কাছে গেলো, সেখানে থেমে কিছু বললো, তারপর নিজের লাঠিটি সেই পাথরে মারলো, আর সাথে সাথেই সেই পাথর থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতে শুরু করলো। সে ঝর্ণা থেকে পানি ভরে এনে হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে পেশ করলো। তিনি পানি পান করলেন, তারপর অবাক হয়ে সেই গোলামের দিকে তাকাতে লাগলেন। গোলাম আরয করলো: আপনি কি পাথর থেকে ঝর্ণা বের হতে দেখে অবাক হচ্ছেন? তিনি বললেন: অবাক হবো না কেন (অর্থাৎ, বিষয়টি আশ্চর্যজনক, তাই অবাক তো হতেই হবে)? গোলাম আরয করলো: আমি আপনাকে এর রহস্য বলছি। আমি খবর পেয়েছি যে, আল্লাহ পাকের একজন নবী আছেন, আল্লাহ পাক তাঁকে নিজের খলীল (বন্ধু) বানিয়েছেন। আমি সেই খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর উসিলায় যা কিছু চাই, আল্লাহ পাক আমাকে তা দান করেন। এখনও আমি তাঁরই উসিলা দিয়ে পাথরে লাঠি মেরেছি, আর তা থেকে ঝর্ণা বের হয়ে পড়েছে। এই কথা শুনে হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: হে গোলাম! আমিই সে,

যাকে আল্লাহ পাক খলীল বানিয়েছেন। اَللّٰهُ اَكْبَرُ এই কথা শুনে তো সেই গোলামের খুশির কোনো সীমা রইলো না, সে মনে মনে নিজের ভাগ্যের উপর গর্ব করছিলো, তাই সে আনন্দ ও বিস্ময়ের মিশ্রিত অনুভূতিতে জিজ্ঞাসা করলো: সত্যিই কি আপনিই খলীলুল্লাহ? তিনি বললেন: হ্যাঁ! আমিই খলীলুল্লাহ। শুধু এতটুকু শোনাই ছিল যে, সেই গোলাম বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো এবং তৎক্ষণাৎ তার ইন্তিকাল হয়ে গেলো। বর্ণনায় আছে: সেই সময় আসমান থেকে একটি নূর (আলো) অবতরণ করলো, সেই নূর সেই ভাগ্যবান গোলামের লাশকে ঢেকে ফেললো, যখন সেই নূর সরে গেলো, তখন জানা গেলো না যে তার লাশকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে নাকি যমীনে দাফন করা হয়েছে।

এরপর হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام সামনে রওয়ানা হলেন, চলতে চলতে তিনি একটি পাহাড়ে পৌঁছালেন, সেখানে একটি ঘর ছিল, যার দুটি দরজা ছিল। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام ভেতরে প্রবেশ করলেন, ভেতরে একটি সিংহাসন ছিল, তার উপরে কারো লাশ রাখা ছিল। তার উপরে ৭০ টি (সুন্দর কাপড়) দেওয়া ছিল। মাথার কাছে একটি ফলক রাখা ছিল, হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام সেই ফলকটি পড়লেন, তাতে লেখা ছিল: আমি শাদ্দাদ বিন আদ, আমি এক হাজার বছর বেঁচে ছিলাম, আমি এক হাজার সৈন্যদলকে পরাজিত করেছি, আমিই ইরাম শহর বানিয়েছি। কিন্তু আফসোস! যখন আমার মৃত্যুর সময় এলো, তখন আমার সব (পরিকল্পনা) ব্যর্থ হয়ে গেলো, আমি সারা দুনিয়া থেকে (ডাক্তারদের) আমার প্রাসাদে জমা করেছিলাম কিন্তু তাদের কেউই মৃত্যুকে ফেরাতে পারলো না। সুতরাং যে আমাকে দেখেছে, সে যেন দুনিয়ার ধোঁকায় না

পড়ে। হে লোক সকল! নিজের উপর দুনিয়ার দরজা সংকীর্ণ রাখো! তোমরা তত বড় বাদশাহীর মালিক নও, যতটার মালিক আমি ছিলাম, তোমরা তত দিন বেঁচে থাকবে না, যত দিন আমি বেঁচে ছিলাম, তোমরা তত জমা করতে পারবে না, যত আমি জমা করেছি। হ্যাঁ! হ্যাঁ! শুনে নাও...! দুনিয়া ধোঁকাবাজ, হত্যাকারী, নিজের প্রার্থনাকারীর সাথে খেলা করতে থাকে। এই (আশ্চর্য) দেখে হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام ফিরে আসলেন। **(নাওয়াদেরুল কালয়ূবী, পৃষ্ঠা: ৯৭-৯৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা ২টি আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনলাম, এই দুটি ঘটনা থেকে আমরা ২টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই।

(১) হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর শান ও মাহাত্ম্য

প্রথম ঘটনাটি ছিল সেই ভাগ্যবান গোলামের, যে হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখেনি কিন্তু সে তাঁর আশিক ছিল এবং দেখুন! তার আকীদা কত মজবুত ছিল, ইয়াকীন কত উঁচু মানের ছিল, সে হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর উসিলা দিয়ে দোয়া করতো, আর তার দোয়া কবুল হতো। سُبْحَانَ الله! কী শান হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর...!! তিনি আল্লাহ পাকের নবী, রব্বে রহমান তাঁকে নিজের খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানিয়েছেন, তিনি আবুল আম্বিয়া (অর্থাৎ হাজারো নবীদের সম্মানিত পিতা) এবং আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁরই বংশধর। কমবেশি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام দুনিয়াতে আগমন করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার নবী, আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর

পরে নবীদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর উসিলায় দোয়া কবুল হয়। হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর মাজার শরীফে হাজির হও! সেখানে সালাম পেশ করো! দোয়া চাও! নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর মাজার শরীফের কাছে দোয়া কবুল হয়। হযরত মুজীরুদ্দীন হাম্বলী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমার একটি কঠিন সমস্যা দেখা দিলো, যদি এই সমস্যা সমাধান না হতো, তবে হয়তো আমি ধ্বংসই হয়ে যেতাম। অতঃপর আমি এই সমস্যার সমাধানের জন্য হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর মাজার শরীফে হাজির হলাম, মাজার শরীফের গিলাফ ধরে দোয়া করলাম, سُبْحَانَ اللّٰه! শুধু দোয়া করতে যা দেরী হলো, আল্লাহ পাক দয়া করলেন এবং আমার পেরেশানি দূর করে দিলেন।

(আল উনসুল জলীল,খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৩৯, ১৪০)

মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলা কাজে এলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর উসিলার এই শান, তাহলে তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ নবী, রাসূলে হাশেমী, মুহাম্মদ আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলার কী শান হবে...!! তাঁর উসিলায় দোয়া করা হলে কী কী বরকত নসীব হবে! হাদীস শরীফে আছে: একবার একজন অন্ধ সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বারগাহে রিসালাতে হাজির হলেন, আরয করলেন: হে প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন যেন আমার চোখ ঠিক হয়ে যায়।

(سُبۡحَانَ الله!) জানা গেলো যে সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ এর আকীদা ছিল যে, নিঃসন্দেহে দোয়া আল্লাহ পাকই শোনেন, সকলেরই শোনেন, কিন্তু যেমন নিজের মাহবুব صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শোনেন, তেমন আর কারো শোনেন না...!!)

যাই হোক! সাহাবী রাসূল رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ দোয়ার আবেদন করলেন, প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জন্য দোয়া করেননি, বরং আমাদের গোলামদের উপর করম করে তাঁকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিলেন, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর গোলামরা সেই দোয়া থেকে বরকত লাভ করতে পারে। অতঃপর তিনি صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: ভালোভাবে ওযু করো! তারপর ২ রাকাত নামায পড়ো! তারপর এভাবে দোয়া করো!

اَللّٰھُمَّ اِنِّيۡ اَسۡاَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَیۡكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحۡمَةِ یا مُحَمَّد اِنِّيۡ تَوَجَّهۡتُ بِكَ اِلٰی رَبِّيۡ حَاجَتِيۡ هٰذِهٖ لِتُقۡضٰی لِيۡ اَللّٰھُمَّ فَشَفِّعۡهُ فِيَّ

হে আল্লাহ পাক! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার মাহবুব, নবীয়ে রহমত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় তোমার দিকে মনোনিবেশ করছি।

হে মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার উসিলায় আমার রবের সমীপে মনোনিবেশ করছি যাতে আমার এই প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। হে আল্লাহ পাক! আমার পক্ষে তাঁর এর সুপারিশ কবুল করুন।

সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ বলেন: সেই সাহাবী সেখান থেকে উঠলেন, ওযু করলেন, ২ রাকাত নামায আদায় করলেন, তারপর প্রিয় আক্বা, মাহবুব খোদা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শেখানো দোয়াটি পড়লেন, আমরা সেখানেই বসেছিলাম, তিনি ফিরেও এলেন। কিন্তু বাহ! سُبۡحَانَ اللّٰہ! যখন গিয়েছিলেন তখন অন্ধ ছিলেন, আর যখন ফিরে এলেন তখন كَاَنَّهٗ لَمۡ يَكُنۡ بِهٖ ضَرٌّ قَطّ অর্থাৎ এমন ছিলেন যেন তার কখনো কোনো কষ্টই ছিল না।

(মুসতাদরাক, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২১২, ২১৩, হাদীস: ১৯৭৩)

سُبۡحَانَ اللّٰہ! এই হলো উসিলার বরকত...!! এই মুবারক নামায, যা রসূলে আকরম নূরে মুজাস্সাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে শিখিয়েছিলেন, একে সালাতুল হাজাত বলে। এটি মুজার্‌রব (অর্থাৎ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত) আমল। যতই কঠিন সমস্যা হোক, পেরেশানি হোক, বিপদ হোক, কোনো জায়েয ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে না, পরীক্ষায় সফলতা চাওয়া হোক, ঋণ পরিশোধ করতে চাওয়া হোক, আরোগ্য চাওয়া হোক, নামাযে মন লাগানো হোক, গুনাহ ছেড়ে নেককার বান্দা হতে চাওয়া হোক, মোটকথা দ্বীনী ও দুনিয়াবী যেকোনো প্রয়োজন হোক, এই পদ্ধতিতে তাজা ওযু করুন, ২ রাকাত নামায আদায় করুন, প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উসিলায়, তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে দোয়া করুন, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ সকল হাজত পূরণ হয়ে যাবে।

(২) শাদ্দাদের জান্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইবরাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام দ্বিতীয় যে আশ্চর্যজনক জিনিসটি দেখেছিলেন, সেটা ছিল শাদ্দাদের লাশ। শাদ্দাদ কে

ছিল? বড়ই প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী বাদশাহ ছিল, সে অমুসলিম ছিল। আমাদের শিক্ষা ও উপদেশের জন্য কুরআনুল কারীমেও তার উল্লেখ করা হয়েছে, ইরশাদ হচ্ছে:

اَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍۙ(۶) اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِۙ(۷) الَّتِیْ لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُهَا فِی الْبِلَادِ

(পারা ৩০, সূরা ফজর, আয়াত ৬-৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি কি দেখননি আপনার প্রতিপালক আদ গোত্রের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেছেন? ঐ ইরম সীমাতীত লম্বা ছিল। এমনকি তাদের মত (কাউকে) শহরগুলোতে সৃষ্টি করা হয়নি।

তাফসীরে সিরাত-উল-জিনান এ আছে: শাদ্দাদ জান্নাতের কথা শুনেছিল, তাই সে ঔদ্ধত্যবশত দুনিয়াতে জান্নাত বানানোর ইচ্ছা করলো। অতঃপর সে একটি বিশাল শহর বানালো, যার প্রাসাদগুলো সোনা-চাঁদির ইট দিয়ে বানানো হয়েছিল, যবরজদ (পান্না) ও ইয়াকুত (রুবি) এর স্তম্ভ স্থাপন করা হলো, নুড়ি পাথরের জায়গায় সুন্দর মুক্তা বিছিয়ে দেওয়া হলো। প্রতিটি প্রাসাদের চারপাশে রত্ন বিছিয়ে তার উপর নহর প্রবাহিত করা হলো, বিভিন্ন ধরণের গাছ লাগানো হলো। **(সিরাত-উল-জিনান, পারা: ৩০, সূরা ফজর, আয়াত: ৮ এর অধীনে, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৬৬৩)** মোটকথা, এমন এক বিশাল শহর বানিয়ে ফেললো যে, তার মতো শহর দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আর কখনো বানানো হয়নি। যখন এই শহর সম্পূর্ণ হলো, তখন কী হলো? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍۚ(۱۳) اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِؕ(۱۴)

(পারা ৩০, সূরা ফজর, আয়াত ১৩-১৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং তাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক আযাবের চাবুক অতি জোরে মারলেন।

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে কিছুই অদৃশ্য নয়।

اَللّٰہُ! اَللّٰہُ! এই হলো শিক্ষার বিষয়...!! শাদ্দাদের কাছে কত শক্তি ছিল, কত ধন-সম্পদ ছিল, কুরআনুল কারীম বলছে যে, যেমন শহর সে বানিয়েছিল, তেমন শহর দুনিয়াতে আর কখনো বানানো হয়নি, এত ধন-সম্পদ...!! এত শক্তি ও ক্ষমতা, কিন্তু পরিণাম...!! কত ভয়াবহ হলো।

দুনিয়া তো এক ধোঁকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার দ্বিতীয় নাম দারুল গুরুর (ধোঁকার ঘর)। এটি একটি ধোঁকার স্থান, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَا الْحَیٰوةُ الدُّنْیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿۱۸۵﴾

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং পার্থিব জীবন তো এ ধোকারই সম্পদ।

- আমরা মনে করি আমরা শক্তিশালী,
- আমরা মনে করি আমরা যুবক,
- আমরা মনে করি আমাদের কাছে টাকা আছে, সম্পদ আছে, ধন-দৌলত আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, বড় পদ আছে,
- কাউকে দীর্ঘ আশা ডুবিয়ে দেয়,
- কেউ নিজের চতুরতা ও চালাকির উপর গর্ব করে,
- কারো ভালো কণ্ঠের অহংকার থাকে,
- কেউ নিজের বুদ্ধির অহংকারে মত্ত থাকে।

অর্থাৎ আমরা জানি না কোন অহংকারে ডুবে থাকি। কিন্তু আফসোস! এই দুনিয়া ধোঁকা, সময় পার হয়ে যায়, কোনো খবরই থাকে না। অবশেষে হযরত আজরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام তাশরীফ আনেন, শেষ নিঃশ্বাস আসে, শ্বাস আটকে যায় আর সবকিছু যেমন ছিল তেমনই পড়ে থাকে। কোথায় গেলো সম্পদ, কোথায় গেলো যৌবন, কোথায় গেলো শক্তি আর কোথায় গেলো সেই পদ...!!

পূর্ববর্তী জাতিদের শিক্ষণীয় পরিণাম

আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّ جَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ

(পারা ৭, আনআম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কতো মানব গোষ্টিকে বিনাশ করেছি ? তাদেরকে আমি দুনিয়ায় ঐ প্রতিষ্ঠা দান করেছি যা তোমাদেরকে দান করিনি এবং তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষন করেছি আর তাদের নিম্নদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত করেছি, অতঃপর তাদেরকে তাদের পাপরাশির কারণে ধ্বংষ করেছি এবং তাদের পরে অন্য নতুন মানবগোষ্টি সৃষ্টি করেছি।

কওমে আ'দ! খুবই শক্তিশালী জাতি ছিল, তাদের লম্বা লম্বা গড়ন ছিল, বড় বড় শরীর ছিল, তারা পাহাড় খোদাই করে নিজেদের প্রাসাদ

বানাতো, আল্লাহ পাক তাদের ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন, নেয়ামত দান করেছিলেন কিন্তু তারা নাফরমানি করলো, আল্লাহ পাকের নবী হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام কে অস্বীকার করলো, কুফরির উপর অটল রইলো, গুনাহের উপর (অটল) রইলো, জেদী হলো। অবশেষে তাদের উপর রব্বে ক্বাহার এর কহর বর্ষিত হলো, আল্লাহ পাক তাদের উপর ঝড়ের আযাব পাঠালেন, এটি ছিল খুবই ঠান্ডা, শুষ্ক, কল্যান ও বরকত শূন্য এবং প্রচণ্ড শব্দযুক্ত ঝড়। এর তীব্রতা এমন ছিল যে, মানুষকে যমীন থেকে এমনভাবে উপড়ে ফেলতো যেন তারা খেজুরের শুকনো কাণ্ড। তারপর তাদের মাথা উপুড় করে যমীনে এমনভাবে আছাড় মারতো যে, তাদের মাথা টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। ৮ দিন পর্যন্ত এই ঝড় অবিরাম চলতে থাকলো এবং কওমে আ'দের নাম-নিশানাও মুছে ফেললো। **(সীরাতুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা: ২০৪ থেকে ২২৩)**

কওমে সামূদ! স্থাপত্য শিল্পে পারদর্শী ছিল, আল্লাহ পাক তাদের অনেক নেয়ামত দিয়েছিলেন, তাদের শক্তি দিয়েছিলেন, ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন কিন্তু তারা নাফরমানি করলো, হযরত সালেহ عَلَيْهِ السَّلَام কে অস্বীকার করলো, কুফরির উপর অটল রইলো, গুনাহের বাজার গরম করলো। অবশেষে তাদের উপরও ক্বহরে ইলাহীর চাবুক বর্ষিত হলো, তাদের উপর প্রচণ্ড ভূমিকম্পের আযাব পাঠানো হলো, যার ফলে তারা চিরতরে ধ্বংসের ঘাটে নেমে গেলো। **(সীরাতুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা: ২৩২ থেকে ২৪৭)**

নমরূদ! কেমন প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী বাদশাহ ছিল! আল্লাহ পাক তাকে তাজ ও সিংহাসন দান করেছিলেন কিন্তু সে নাফরমানি করলো, হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করলো।

অবশেষে তার উপর আযাব এলো, আল্লাহ পাক সেই বদ-নসীবকে এবং তার সৈন্যদলকে মশার মাধ্যমে ধ্বংসের ঘাটে নামিয়ে দিলেন।

(সীরাতুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা: ২৯৯)

ফেরাউন! কেমন শক্তিশালী ছিল, সে নাফরমানি করলো, তার বাদশাহী তার কোনো কাজে আসলো না, শক্তি, ক্ষমতা, তাজ ও সিংহাসন, সৈন্যদল সবকিছু যেমন ছিল তেমনই পড়ে রইলো এবং ফেরাউন তার কাফের জাতিসহ নদীতে ডুবে মরলো। **(সীরাতুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা: ৫৯৬)**

বাদশাহদের মাথার খুলি

হযরত সিকান্দার যুলকারনাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যার উল্লেখ কুরআনুল কারীমেও এসেছে, তিনিও খুব বড় বাদশাহ ছিলেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিম ভ্রমণ করেছিলেন। বর্ণনায় আছে: একবার তিনি এমন এক শহরে পৌছলেন, যেখানে মানুষের কাছে দুনিয়াবী কোনো সম্পদই ছিল না, তারা কবর তৈরি করে রেখেছিল। যখন সকাল হতো, তখন তারা কবরের দিকে আসতো, সেগুলোর স্মৃতি তাজা করতো, সেগুলো পরিষ্কার করতো এবং সেগুলোর কাছে নামায পড়তো। এরা ছিল অদ্ভুত লোক, ঘাস, পাতা এবং শাক-সবজি ইত্যাদি খেয়ে পেট ভরতো এবং আল্লাহ পাকের ইবাদতে ব্যস্ত থাকতো। হযরত সিকান্দার যুলকারনাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের সর্দারের কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সালাম-দোয়া ইত্যাদির পর বললেন: আমি তোমাদের এমন অবস্থায় দেখছি যে, কোনো জাতিকে এই অবস্থায় দেখিনি। সর্দার বললো: কোন অবস্থার কথা বলছেন? তিনি বললেন: এটাই যে, তোমাদের কাছে দুনিয়াবী কোনো মাল-সামান নেই। সর্দার বললো: আমরা সোনা-চাঁদি জমা করাকে খারাপ মনে করি, কারণ যে এই

www.dawateislami.net

জিনিসগুলো পায়, সে সেগুলোতে মগ্ন হয়ে আখিরাতকে ভুলে বসে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কবর কেন তৈরি করে রেখেছো? সর্দার বললো: এটা এই জন্য যাতে আমরা যখন কবর দেখি, তখন সেগুলোর স্মৃতি তাজা হয় এবং এর মাধ্যমে আমরা দুনিয়ার লোভ থেকে বিরত থাকি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা ঘাস, পাতা ও শাক-সবজি ইত্যাদি কেন খাও? সর্দার বললো: খাবার যখন গলা থেকে নেমে যায় (সেটা যেমনই হোক না কেন) তারপর তার কোনো স্বাদ আর বাকি থাকে না।

এই প্রশ্ন-উত্তরের পর সর্দার হাত বাড়িয়ে একটি মাথার খুলি উঠালো এবং বললো: হে যুলকারনাইন! আপনি কি জানেন এটা কে? তিনি বললেন: না। সর্দার বললো: এ একজন বাদশাহ ছিল। আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়াবাসীর উপর বাদশাহী দিয়েছিলেন, কিন্তু সে জুলুম-অত্যাচার করেছিল এবং অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল। তারপর কীহলো, অবশেষে একটি সময় আসলো, তারও রূহ বের হয়ে গেলো এবং সে মৃত্যুর ঘাটে নেমে গেলো। এখন সে রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরের মতো একেবারে অকেজো। হ্যাঁ! তার আমল গণনা করা হয়েছে, যার জন্য তাকে আখিরাতে শাস্তি দেওয়া হবে। এতটুকু বলার পর সর্দার আরেকটি মাথার খুলি উঠালো এবং বললো: হে যুলকারনাইন! আপনি কি জানেন এটা কে? তিনি বললেন: জানি না, বলো! এটা কে? সর্দার বললো: এও একজন বাদশাহ ছিল। সে পূর্ববর্তী বাদশাহের জুলুম ও বাড়াবাড়ি দেখেছিল, তাই সে নম্রতা অবলম্বন করেছিল, আল্লাহ পাককে ভয় করতো এবং (ন্যায়) ও (ইনসাফ) এর সাথে

শাসন করতো। অবশেষে তারও মৃত্যু আসলো, তারও আমল গণনা করা হয়েছে, আখিরাতে তাকে সেই আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ২১৬)

দুনিয়া শিক্ষণীয় স্থান

اَللّٰہُ اَکْبَرُ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমি এটাই বলি: এই দুনিয়া আয়েশ ও আরামের স্থান নয়, বরং শিক্ষণীয় জগৎ ও উপদেশ। এখানকার প্রতিটি কণা একেকটি আলাদা গল্প বহন করে। এই চাঁদ, সূর্য, তারা, এই উজ্জ্বল দিন, এই অন্ধকার রাত, এই অস্তগামী যৌবন, এই উদীয়মান বার্ধক্য, এই উঠন্ত জানাযা, এই ক্রমবর্ধমান কবরস্থানের (বসতি) সব দিকেই শুধু শিক্ষা আর শিক্ষা। এমনকি আমাদের ঘর যেখানে আমরা থাকি, আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব এই সবকিছুতেই শিক্ষা আছে, উপদেশ আছে...!! যদি আমরা এই উপদেশ গ্রহণকারী হয়ে যাই। আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

وَّ سَكَنْتُمْ فِیْ مَسٰكِنِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ تَبَیَّنَ لَكُمْ كَیْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ

(পারা ১৩, ইবরাহীম, আয়াত ৪৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তোমরা তাদের ঘরগুলোতে বসবাস করতে, যারা নিজেদের অনিষ্ট করেছিল এবং তোমাদের নিকট খুবই সুস্পষ্ট হয়েছিল আমি তাদের সাথে কেমন আচরন করেছি।

হে আশিকানে রাসূল! এটা শিক্ষার বিষয়, একটু চিন্তা করুন, এই যমীন যেখানে আজ আমাদের ঘর, আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগের কথা ভাবুন! তখন এখানে কে থাকতো? হয়তো আমরা জানি না। সে দেখতে কেমন ছিল? কী খেতো, কী পান করতো? তার কাছে কত টাকা ছিল? কত

শক্তি ছিল? হয়তো আমরা জানি না। এখন সে কোথায়? হয়তো তার কবরের চিহ্নও আর (বিদ্যমান) নেই, এই হলো দুনিয়া...!! এবার একটু ১০০, ২০০ বছর পরের কথা ভাবুন! এখন আমরা যে ঘরে থাকি, ২০০ বছর পর এখানে কে থাকবে? আমরা জানি না। সে দেখতে কেমন হবে? তার জীবনধারা কেমন হবে? আমরা জানি না। তখন আমরা কোথায় থাকবো? সেখানেই যেখানে আমাদের পূর্ববর্তীরা পৌঁছেছে, হয়তো তখন আমাদের কবরের চিহ্নও মুছে যাবে। যেমন আজ আমরা এই দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে বসে আছি, হয়তো আমাদের থেকে পূর্ববর্তীরাও এটাই মনে করতো এবং সম্ভবত আমাদের পরবর্তীরাও এটাই মনে করবে। কিন্তু (বাস্তবতা) হলো, এই দুনিয়া না আমাদের পূর্ববর্তীদের আপন হয়েছিল, না আমাদের পরবর্তীদের হবে আর না আমাদের সাথে বিশ্বস্ত থাকবে। এই দুনিয়া পূর্ববর্তীদের জন্যও একটি ধোঁকা ছিল, আমাদের জন্যও একটি ধোঁকা।

হযরত খিজির عَلَيْهِ السَّلَام ও একটি অদ্ভুত বিষয়

একবার হযরত খিজির عَلَيْهِ السَّلَام কে প্রশ্ন করা হলো: আপনি আপনার জীবনে কী (আশ্চর্য) জিনিস দেখেছেন? তিনি বললেন: আমি একবার একটি জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলাম, খুবই ভয়ানক, নির্জন জায়গা ছিল। তারপর ৫০০ বছর পর আবার সেখান দিয়ে গেলাম, এখন সেখানে একটি খুবই সুন্দর, সবুজ-শ্যামল শহর গড়ে উঠেছে। আমি সেখানে কাউকে জিজ্ঞাসা করলাম: এই শহর কবে থেকে তৈরি হয়েছে? সে খুব অবাক হয়ে বললো: سُبْحَانَ الله! আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা শতাব্দী ধরে এখানেই বাস করছি, এটা এই অবস্থাতেই আছে। হযরত খিজির عَلَيْهِ السَّلَام বলেন:

আমি সেখান থেকে চলে গেলাম, ৫০০ বছর পর আবার আমার সেখান দিয়ে যাওয়া হলো। এখন সেখানে একটি বড় নদী ছিল, লোকেরা তাতে মাছ ধরছিল। আমি এক জেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম: এখানে একটি শহর ছিল, সেটা কোথায় গেলো? সে অবাক হয়ে বললো: سُبْحَانَ الله! এখানে কি কখনো শহরও ছিল, আমি, আমার পূর্বপুরুষরা কখনো এই শহরের কথা শুনিনি। তিনি বলেন: তারপর আমি আরও ৫০০ বছর পর সেখান দিয়ে গেলাম, এখন সেখানে আবার একটি শহর ছিল। **(নাওয়াদেরুল ক্বালয়ূবী, , পৃষ্ঠা: ১০৬)**

اَللّٰہُ! اَللّٰہُ! এই হলো দুনিয়া...!! আমরা মনে করি যে শতাব্দী ধরে এখানে সবকিছু এমনই আছে এবং শতাব্দী পরেও এমনই থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা এটা নয়, এটা একটা ধোঁকা, এই দুনিয়া আজ আমাদের, কাল আমরা কবরে থাকবো আর এই দুনিয়া অন্য কারো হয়ে যাবে। দারুল ক্বারার (অর্থাৎ চিরস্থায়ী স্থান) একটাই, আর সেটা হলো আখিরাত। তাই সফল সে, যে এই দুনিয়াকে লোভ ও লালসার দৃষ্টিতে নয়, বরং শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখে।

সফল কে হয়?

হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে দুনিয়াকে শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখে এবং চিন্তা-ভাবনা করে, সে বেশি নেকী করতে সফল (Successful) হয়। **(তানবীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা: ৫৭)**

হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে এই দুনিয়াকে শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখে না, আখিরাতের চিন্তা করে না, তার নেকী কম এবং অন্তরের উপর পর্দা পড়ে থাকে। **(তানবীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা: ৫৭)**

শিক্ষা গ্রহণের (উৎসাহ)

হায়! যদি আমরা শিক্ষার দৃষ্টি পেতাম। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِی الْاَبْصَارِ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৪৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ পরিবর্তন ঘটান রাত ও দিনের,নিশ্চয় তাতে বুঝার ক্ষেত্র রয়েছে অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য ।

পারা: ৩০, সূরা নাযিআতে ফেরাউন এবং তার সৈন্যদের (Army) ডুবে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করার পর ইরশাদ করেন:

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ یَّخْشٰی

(পারা ৩০, সূরা নাযিআত, আয়াত ২৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ : নিশ্চয় এর মধ্যে শিক্ষা লাভ হয় তারই,যে ভয় করে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ এই আল্লাহ পাককে ভয়কারী, উলুল আবসার (অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনাকারী, শিক্ষার দৃষ্টিসম্পন্ন), এরা আল্লাহ পাকের (চিহ্ন) বা Signs দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। দিন এলো, চলে গেলো, সূর্য উঠলো, অস্ত গেলো, রাত এলো, কেটে গেলো, তারা উঠলো, অস্ত গেলো এই সবকিছু, পৃথিবীর (Universe) প্রতিটি কণা একটি খোলা বই, এতে আমাদের জন্য উপদেশ আছে, শিক্ষা আছে। হায়! যদি আমরা ভয়কারী, শিক্ষা গ্রহণকারী, উলুল আবসার (অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনাকারী, দুনিয়াকে শিক্ষার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষকারি) হয়ে যাই।

শিক্ষার দৃষ্টি সম্পর্কিত আউলিয়ায়ে কেরামের (বাণী)

হযরত হাতেম আসম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে প্রশ্ন করা হলো: মানুষ اَهْلِ اِعْتِبَار (অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণকারী) কীভাবে হয়? তিনি বললেন: যখন সে দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের পরিণামের উপর দৃষ্টি রাখে এবং চিন্তা করে যে, অচিরেই এই জিনিস ধ্বংসের ঘাটে নেমে যাবে এবং এই জিনিসের মালিকও খুব শীঘ্রই কবরে দাফন হয়ে যাবে। **(তানবীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা: ৫৭)**

হযরত হাতেম আসম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরই বাণী: যার ঘর থেকে জানাযা বের হয় এবং সে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, এমন ব্যক্তির ইলম (Knowledge), হিকমত ও উপদেশের কোনো লাভ হয় না।

(তানবীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা: ৫৭)

জাহান্নামের গরম কীভাবে সহ্য করবো?

আল্লাহ পাকের নবী হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। একদিন তিনি একটি তন্দুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে আগুন জ্বলছিল, এটা দেখে তাঁর জাহান্নামের আগুনের কথা মনে পড়লো। তাঁর অন্তর কেঁপে উঠলো (Restlessness) বা অস্থিরতায় যমীনে পড়ে গেলেন এবং এত ছটফট করলেন যে, প্রায় তাঁর অস্থিসন্ধি) (Dislocate) বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো। গরমের দিনে হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام রোদে এসে বলতেন: হে আল্লাহ পাক! আমরা তোমার বানানো সূর্যের গরম সহ্য করতে পারি না, তাহলে জাহান্নামের গরম কীভাবে (Tolerate) বা সহ্য করবো? **(তানবীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা: ৫৭)**

প্রতিটি ঘর শিক্ষার চিহ্ন

হযরত সায়িব আবদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদিন হযরত সালেহ মুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আবুবশর ! আপনি কোথা থেকে তাশরীফ আনলেন? তিনি বললেন: আমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তোমার কাছে এসেছি। আমি যখন অমুকের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সেই ঘর আমাকে (যবানে হাল বা অবস্থার ভাষায়) ডেকে বললো: হে সালেহ! আমার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করো! আমার মধ্যে অমুক অমুক লোক থাকতো, এখন তারা ইন্তিকাল করেছে। তারপর যখন অমুকের ঘরের কাছে পৌঁছালাম, তখন সেই ঘরও আমাকে (যবানে হাল বা অবস্থার ভাষায়) ডেকে বললো: হে সালেহ! আমার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করো! আমার মধ্যে অমুক অমুক লোক থাকতো, এখন তারা সবাই মাটিতে (Buried) বা দাফন হয়ে গেছে।

হযরত আবু সায়িব আবদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এভাবেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক এক করে ঘর গণনা করতে থাকলেন, এমনকি আমাদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, খন্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ১৮২, ক্রম: ৮২২২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! এই আমাদের বুজুর্গানে দ্বীন, আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা কী কী উপায়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। আহ! এক আমরা আছি, (নির্জন) ঘর, চুলার মধ্যে জ্বলন্ত আগুন, সূর্যের (Sunshine রোদ, (শীত), (গরম) ইত্যাদি থেকে শিক্ষা নেওয়া তো দূরের কথা, আমাদের চোখের সামনে জানাযা ওঠে, আমরা শিক্ষা নিই না।

নিজের হাতে মুর্দা কবরে নামাই, তখনো শিক্ষা নিই না। অমুকের ছেলে অমুক বেশ ভালোই ছিল, হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack) হলো আর মৃত্যুর ঘাটে নেমে গেলো, অমুক যুবক রোড অ্যাকসিডেন্টে ইন্তিকাল করলো, এরকম অসংখ্য খবর আমরা শুনতে থাকি, তবুও আমরা আমাদের মৃত্যুকে স্মরণ করি না, শিক্ষা নিই না। হায়! যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণকারী এবং কবর ও আখিরাতকে স্মরণকারী হয়ে যাই।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুনিয়া শিক্ষণীয় স্থান, এখানে জায়গায় জায়গায় শিক্ষার চিহ্ন (বিদ্যমান) আছে। বলা হয়: যে শিক্ষা গ্রহণ করে না, তাকে শিক্ষার চিহ্ন বানিয়ে দেওয়া হয়। তাই আমাদের উচিত এখানে মন না লাগানো, শিক্ষা নেওয়া, উপদেশ গ্রহণ করা এবং আখিরাতের প্রস্তুতি শুরু করা।

ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপদেশ

হযরত রবী' বিন সবিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে আরয করলাম: আমাদের উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে যে সুস্থ (Healthy), তাকে অসুস্থতা গ্রাস করবে, যা তাকে বিপদগ্রস্ত (Distressed) করে দেবে। যে যুবক, তাকে বার্ধক্য গ্রাস করবে, যা তাকে (ধ্বংস) করে দেবে। আর বৃদ্ধের মৃত্যু আসবে, যা তাকে (ধ্বংস) করে দেবে।

- পরিণাম কি তেমনই নয়, যেমন তোমরা শুনছো?
- কাল কি রূহ শরীর থেকে আলাদা হবে না?

- বান্দা কি তার পরিবার ও সম্পদ (Family & Wealth) থেকে দূরে যাবে না?
- কাল কি কাফনে জড়ানো হবে না?
- কাল কি কবরে থাকবে না?
- যাদের জন্য বান্দা চেষ্টা করতে থাকে এবং চিন্তিতহতো, সেই অন্তরগুলো থেকে কি তার স্মৃতি মুছে যাবে না? হে মানুষ! যখন তোমার মৃত্যু আসবে, তখন তুমি না কোনো আগন্তুককে স্বাগত জানাতে পারবে, না কারো সাথে সাক্ষাত (Meeting) করতে যেতে পারবে, না কারো সাথে কথা বলতে পারবে। তোমাকে ডাকা হবে কিন্তু তুমি উত্তর দিতে পারবে না। নিশ্চয় তোমার জন্য শহর (Deserted) বা জনশূন্য হয়ে যাবে, তোমার চোখ খোলা থেকে যাবে, রূহ (উড়ে) যাবে, তোমার সন্তান (Children) (অন্যদের) (দয়া ও করুণা) এর উপর থেকে যাবে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, খন্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩৩১, ক্রম: ৮৮১২)**

কবরের উত্তর

হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে (Cemetery) তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে এই কবিতাগুলো পড়লেন: اَتَيْتُ الْقُبُوْرَ فَنَادَيْتُهَا فَاَيْنَ الْمُعَظَّمُ وَ الْمُحْتَقَر وَ اَيْنَ الْمُدِلُّ بِسُلْطَانِهٖ وَ اَيْنَ الْعَزِيْزُ اِذَا مَا افْتَخَر

অনুবাদ: আমি কবরের কাছে এসে তাদের ডেকে বললাম: কোথায় সেই লোকেরা, দুনিয়াতে যাদের সম্মান করা হতো, আর কোথায় সেই লোকেরা, যাদের দুনিয়াতে (Substandard) বা তুচ্ছ মনে করা হতো? আর

কোথায় সেই বাদশাহ, যাদের নিজেদের ক্ষমতার উপর খুব ভরসা ছিল? কোথায় সেই সম্মানিত, যারা গর্ব করতো?

হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একটি কবর থেকে আওয়াজ আসলো: তারা সবাই (ধ্বংস) হয়ে গেছে এবং ধ্বংষ হয়ে শিক্ষার চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন তাদের (খবর) দেওয়ার মতোও কেউ রইলো না এবং তারা আল্লাহ পাকের দরবারে (হাজির) হয়ে গেছে। হে গত হওয়া লোকদের সম্পর্কে প্রশ্নকারী! তোমার কাছে কি এই গত হওয়া লোকদের শিক্ষণীয় অবস্থা ও ঘটনা পৌঁছায়নি? **(আর-রওদুল ফাইক, পৃষ্ঠা: ২৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! আমাদের আসলাফ, বুজুর্গানে দ্বীন, আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা কীভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এই হযরতগণ কবরস্থানে যেতেন, নিজেদের মৃত্যুকে স্মরণ করতেন এবং তা থেকে (Lesson) শিক্ষা নিতেন। হায়! যদি আমরাও শিক্ষা গ্রহণকারী হতাম, কবরস্থানে যেতাম, কবরে যা ঘটবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতাম এবং নিজেদের মৃত্যুকে স্মরণ করতাম।

নেক আমল নং ১৮ এর প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুর কথা অন্তরে বসানোর, কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার এবং নেক নামাযী হওয়ার সৌভাগ্য লাভের জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংঘঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান! ১২টি দ্বীনি কাজেও খুব উৎসাহের সাথে অংশ নিন! اِنْ شَآءَ الله জীবন বদলে যাবে। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করা। শায়খে তরিকত,

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দেওয়া "৭২ নেক আমল" এর মধ্যে একটি নেক আমল নং ১৮ হলো, আপনি কি আজ মাদরাসাতুল মদিনা (প্রাপ্তবয়স্কদের) তে পড়েছেন বা পড়িয়েছেন? মাদরাসাতুল মদিনা (প্রাপ্তবয়স্কদের) তে সহীহ তাজবীদ ও ক্বিরাতের সাথে কুরআন শরীফ পড়া শেখানো হয়। হাদীস শরীফে আছে: তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে কুরআন শেখে এবং শেখায়। **(ওয়াছায়েল-ই-বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৯৮)** কুরআন মাজীদ আল্লাহ পাকের কিতাব, বান্দাদের নামে রব্বে করীমের পয়গাম। কিন্তু আফসোস! আজ মুসলমানরা কুরআনুল করীম থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। অনেক লোক দেখেও সহীহভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারে না, যারা পড়ে তারাও তাজবীদ ও মাখরাজের এমন ভুল করে, যার কারণে নামাযই হয় না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংঘঠন দাওয়াতে ইসলামী বিভিন্ন মসজিদ ও মার্কেটে দৈনিক ভিত্তিতে মাদরাসাতুল মদিনা (বালেগান) এর ক্লাস লাগিয়ে কুরআনের ফয়যান (ব্যাপক) করতে ব্যস্ত। যেখানে সহীহ তাজবীদ ও ক্বিরাতের সাথে কুরআন পড়া শেখানো হয়, ফরয ইলমও জানানো হয়, সুন্নত ও আদবও শেখানো হয় এবং তরজমা ও তাফসীর শোনারও সুযোগ পাওয়া যায়। আপনারাও এতে (অংশগ্রহণ) করবেন! اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত পাবেন।

জুতা পরার সুন্নত ও আদবসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে জুতা পরার

সুন্নতগুলো শুনি। ফরমান মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: (১) জুতা (বেশি) ব্যবহার করো, কারণ মানুষ যতক্ষণ জুতা পরে থাকে, সে যেন সওয়ার (আরোহী) অবস্থায় থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়) **(মুসলিম, পৃ. ১১৩১, হাদীস: ২০৯৬)** (২) জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন, যাতে পোকা-মাকড় ইত্যাদি থাকলে বেরিয়ে যায়। (৩) প্রথমে ডান জুতা পরুন, তারপর বামটি। (৪) খোলার সময় প্রথমে বাম জুতা খুলুন, তারপর ডান ফরমান মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যখন তোমাদের কেউ জুতা পরে, তখন তার ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত, আর যখন খোলে, তখন বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত, যাতে ডান পা পরার সময় প্রথম এবং খোলার সময় শেষে থাকে।

(বুখারী, ৪/৬৫ , হাদীস: ৫৮৫৫)

ঘোষণা

জুতা পরার বাকি সুন্নত ও আদবগুলো তারবিয়্যাতী হালকাগুলোতে বর্ণনা করা হবে, তাই সেগুলো জানার জন্য তারবিয়্যাতী হালকাগুলোতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ৩১ জুলাই ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

জুতা পরার বাকি সুন্নত ও আদবসমূহ

❖ পুরুষ পুরুষালী এবং নারী নারীসুলভ জুতা ব্যবহার করবে। কেউ হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বললো যে, এক নারী (পুরুষদের মতো) জুতা পরে। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুরুষালী নারীদের উপর লানত করেছেন। **(আবু দাউদ, ৪/৮৪, হাদীস ৪০৯৯)**

❖ যখন বসবেন, তখন জুতা খুলে ফেলুন, এতে পা আরাম পায়।

❖ (অভাবের একটি কারণ এটাও যে,) উল্টো জুতা দেখা এবং তা সোজা না করা। "দৌলতে বে-যাওয়াল"-এ লেখা আছে যে, যদি সারারাত জুতা উল্টো পড়ে থাকে, তবে শয়তান তার উপর এসে বসে, সেটা তার (সিংহাসন) হয়ে যায়। **(সুন্নী বেহেশতী যেওর, অংশ ৫, পৃ. ৬০১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

শৌচগার থেকে বের হওয়ার পরের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমার সময়সূচী অনুযায়ী "শৌচগার থেকে বের হওয়ার পরের দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ اَذۡھَبَ عَنِّیَ الۡاَذٰی وَعَافَانِیۡ

অনুবাদ: আল্লাহ তাআলার শোকর, যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ. ২০৪)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

www.dawateislami.net

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৲) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

www.dawateislami.net

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২

মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net